চার দশক পর হতে যাচ্ছে জকসু নির্বাচন, ক্যাম্পাসে উৎসবের আমেজ

ওমর ফারুক জিলন, জবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ১৯:০৮, ১৬ অক্টোবর ২০২৫

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচন হতে যাচ্ছে ৩৮ বছর পর। দীর্ঘ বিরতির পর নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।সর্বশেষ ১৯৮৭ সালে জগন্নাথ কলেজে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

× ×

জকসুর উদ্দেশ্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনসহ জাতীয় আন্দোলনের চেতনা ধারণ ও প্রচার, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, নেতৃত্ব বিকাশ ও মুক্তচিন্তার প্রসারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

জকসুর নির্বাহী কমিটিতে থাকবেন ২১ জন সদস্য- যার সভাপতি হবেন উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ হবেন পদাধিকারবলে।
বাকি ১৯টি পদে সরাসরি নির্বাচন হবে। পাশাপাশি প্রতিটি হলে ১৭ সদস্যের হল সংসদ গঠনের বিধানও সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে জকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে। আগামী ১৮ অক্টোবর তফসিল ঘোষণা করা হবে। ভোটার তালিকা প্রকাশ, সংশোধন, মনোনয়নপত্র জমা ও যাচাই- সব ধাপ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। সবশেষ ভোট গ্রহণ হবে ২৭ নভেম্বর।

গত ২৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় গৃহীত খসড়া সংবিধি অনুযায়ী, সব নিয়মিত শিক্ষার্থী ভোটার ও প্রার্থী হতে পারবেন। তবে প্রফেশনাল কোর্সে অধ্যয়নরত, বিশেষ ডিগ্রিধারী বা অন্য প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত শিক্ষার্থীরা জকসুর আওতাভুক্ত হবেন না।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর জকসু নির্বাচনের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এ নির্বাচনকে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে। ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, ছাত্র অধিকার পরিষদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা তাদের মতামতে নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।
একইসঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীরাও জকসু নির্বাচনের প্রত্যাবর্তনকে গণতন্ত্রচর্চার সুযোগ হিসেবে দেখছেন এবং শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রত্যাশা করছেন।

জকসু নির্বাচন নিয়ে ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব জানিয়েছেন তাদের মতামত।
শাখা ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারি আব্দুল আলিম আরিফ দৈনিক জনকণ্ঠকে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার বুকে হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে মৌলিক অধিকার গুলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে, বিশেষ করে আবসান সমস্যা। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে যারাই জয় লাভ করে তারা যেনো এর একটা স্থায়ী সমাধান নিয়ে আসে এটাই প্রত্যাশা করি।

আরিফ আরো বলেন, প্রশাসনের কাছে প্রত্যাশা থাকবে তারা যেনো জকসু নির্বাচন সময় মতো শিক্ষার্থীদের উপহার দেয়।আমরা যদি নির্বাচিত হই তাহলে শিক্ষার্থীদের সমস্যা গুলো সমাধানের চেষ্টা করবো এবং ছোট্ট ক্যাম্পাসটিকে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখবো।

জকসু নিয়ে বাংলাদেশ গনতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ দৈনিক জনকণ্ঠকে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ হাজার শিক্ষার্থীর প্রাণের দাবি জকসু। ৩৮ বছর পর জকসু নির্বাচন

আয়োজনের দারপ্রান্তে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী উৎফুল্ল এবং আনন্দিত। জকসু নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহনযোগ্য একটি নির্বাচন আমরা প্রশাসন থেকে প্রত্যাশা করি। শিক্ষার্থীরা সৎ, যোগ্য এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কাজ করে যাওয়া ব্যক্তিদেরকেই জকসুতে নির্বাচিত করবে বলেই আমরা আশাবাদী।

এ বিষয়ে জবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল দৈনিক জনকণ্ঠকে বলেন, ছাত্রদল সবসময়ই ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার আদায়ে বদ্ধ পরিকর। শিক্ষার্থীদের দাবি আদায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়নে এবং আগামী তরুণ নেতৃত্ব বিকাশে অবশ্যই নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব রয়েছে। দীর্ঘদিন পর হলেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে এটা অনেক খুশির খবর।

আপ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সদস্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাসুদ রানা দৈনিক জনকণ্ঠকে বলেন, দীর্ঘদিন পর জকসু নির্বাচনের ঘোষণার মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনে ফিরে এসেছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দীর্ঘ অপেক্ষা, আন্দোলন,সংগ্রাম শেষে শিক্ষার্থীরা আবারও পাচ্ছে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করার সুযোগ। ক্যাম্পাস জুড়ে এখন এক নতুন আমেজ বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অধিকার, দাবি এবং প্রত্যাশাগুলো নতুন করে তুলে ধরছে।আমি মনে করি,জকসু শুধুমাত্র একটি নির্বাচনী আয়োজন নয়, এটি শিক্ষার্থীদের কণ্ঠকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়, প্রশাসনের সঙ্গে সংলাপের সেতুবন্ধন তৈরি করে।

তিনি আরো বলেন, জকসু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রশাসনের সামনে এক নতুন অধ্যায় খুলেছে। শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশা করে যে, প্রশাসন এই নির্বাচনকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে না দেখে বরং সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থীদের মতামত ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেবে।একটি স্বাধীন, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের প্রতিনিধিদের বেছে নিতে পারে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে নির্বাচিত জকসুকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা

উচিত, যাতে শিক্ষার্থীদের বাস্তব সমস্যা সরাসরি নীতিনির্ধারণে প্রতিফলিত হয়।

জীবনে প্রথমবারের মতো ভোট দিবে বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলের আবাসিক শিক্ষার্থী উম্মে বুশরা মাহদিয়া দৈনিক জনকণ্ঠকে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ(জকসু) শিক্ষার্থীদের অধিকার, মতামত ও নেতৃত্ব বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। আমি চাই জকসু হোক এমন একটি সংগঠন, যেখানে দলীয় রাজনীতি নয়, শিক্ষার্থীদের সমস্যা, স্বপ্ন ও কল্যাণের বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে।
এই সংগঠন শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।
প্রশাসনের কাছ থেকে প্রত্যাশা তারা যেন জকসুর স্বাধীন কার্যক্রমে সহযোগিতা করে এবং শিক্ষার্থীদের মতামতকে মূল্য দেয়।সবশেষে, আমি চাই জকসু হয়ে উঠুক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঐক্য, সচেতনতা ও ন্যায়ের প্রতীক।

উল্লেখ্য, জকসু কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদে যেসব পদে নির্বাচন করা যাবে- সহ - সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (এজিএস), ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক সম্পাদক, শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক, কমনরুম ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক, সাহিত্য, প্রকাশনা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক, পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক, পাঠাগার ও সেমিনার বিষয়ক সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, এবং সদস্য পদে ৬টি সহ সর্বমোট ১৯ টি।